দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ APR 24 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা অধিদফতরে অনিয়ম

শিক্ষা অধিদফতরের অনিয়ম দুর্নীতি এবং সেখানে কার্যোপলক্ষে আগত শিক্ষকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রে অনেক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। ভোগান্তি ও হয়রানির শিকার সম্মানিত শিক্ষকদের পক্ষ থেকেও অনেক উপলক্ষে জানানো হয়েছে প্রতিবাদ। কিন্তু মন্ত্রীসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে প্রদত্ত ঘটনাক্রমিক আশ্বাস সত্ত্বেও শিক্ষা অধিদফতরে কোনো শুভ পরিবর্তন এখনো লক্ষণীয় হয়ে উঠেনি, বরং দিন দিন পরিস্থিতিতে আরো অবনতি ঘটেছে এবং সাম্প্রতিককালে সম্পূর্ণ অধিদফতরই পরিণত হয়েছে অনিয়ম ও দুর্নীতির এক আখড়ায়। গতকালকের একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, শিক্ষা অধিদফতরের সার্বিক পরিস্থিতি এতটাই শোচনীয় হয়ে পড়েছে যে, সেখানে এপন ঘুষ ও তদবির ছাড়া কোনো ফাইলই এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে যায় না। যে কোনো কাজ করাতে হলেই সেখানে কোনো না কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর শরণাপন্ন হতে হয় এবং তাদের অনুগ্রহ অর্জন করতে হয়। শিক্ষা অধিদফতরের পিওনদেরকেও 'সাহেব' সম্বোধন করতে বাধ্য হন আগত শিক্ষকরা। কারণ এই পিওনরা বড় বড় কর্মকর্তাদের মতোই মহাপরাক্রমশালী, এক কথায় পরিস্থিতি বর্ণনাকালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষা অধিদফতরে যেন দুর্নীতির পাহাড় গড়ে উঠেছে এবং তা যেন 'মাছের বাজারে' পরিণত হয়েছে।

শিক্ষা অধিদফতরে এসে নিয়মিতভাবে সবচেয়ে বেশী ভোগান্তি পোহাতে হয় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মকর্তাদের। সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোকে মাসিক বেতনের আদেশ বা এমপিও সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা অধিদফতরে আসতে হয়। চারবারের স্থলে বর্তমানে বছরে তিনবার এমপিও সংক্রান্ত কাগজপত্র সংশোধন ও সংযোজন করিয়ে নিতে হয়। সারা দেশের ৩ লাখ ৪০ হাজার ৭২ জন শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতনের জন্য বছরে তিনবার শিক্ষা অধিদফতরের অনুমতি ও অনুমোদনের জন্য আসতে হয় বলে শিক্ষা অধিদফতরের নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীই আগত শিক্ষকদের সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করে। প্রায় ক্ষেত্রেই এসব আচরণ অসৌজন্যমূলক হয়ে থাকে। শিক্ষা অধিদফতরের অনুমোদন ছাড়া বেতনপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। ফলে সে কারণে এবং তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করার জন্য সেখানে ঘুষের অর্থ ছড়াতে হয়, চা-পানি খাইয়ে সন্তুষ্ট করতে হয় সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। তেমনটি না করা হলে কিংবা কোনো কারণে এমনকি একজন কেরানীও অসন্তুষ্ট হলে ফাইল আটকে যায় এবং দরকারী কাগজ নেই ধরনের কারণ দেখিয়ে বিদায় করা হয় আগত শিক্ষকদের। এরকম দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একশ্রেণীর অসৎ কর্মচারীরাও ফাইল থেকে দরকারী কাগজপত্র সরিয়ে রেখে শিক্ষকদেরকে অসুবিধায় ফেলে এবং নিজেদের শর্ত পূরণে বাধ্য করে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুসারে শিক্ষা অধিদফতর সন্তুষ্ট হয়ে জিও বা সরকারী আদেশ পাস না করলে অনুদানপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাই বেতন পান না। আইনের দেয়া এই ক্ষমতারই অপব্যবহার ঘটছে শিক্ষা অধিদফতরে।

প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, শিক্ষা অধিদফতরের অনিয়ম ও দুর্নীতির অবসান ঘটানোর উদ্দেশে ইতিপূর্বে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগকেও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নস্যাৎ করে দিয়েছে। কিছুদিন আগে এ রকম একটি উদ্যোগ হিসেবে শিক্ষা অধিদফতরে একটি বাক্স স্থাপিত হয়েছিল। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও সংক্রান্ত ফাইল ও কাগজপত্র ঐ বাক্সে জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়ে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সে উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং তার কারণ, বাক্সে জমা দেয়া ফাইল ও কাগজপত্র থেকে সবচেয়ে বেশী দরকারী কাগজ ও চিঠিপত্রই সরিয়ে নিয়েছে দুর্নীতিবাজরা। এই অসফলতার পর এমপিও সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য শিক্ষা অধিদফতরের সঙ্গে বেনবেইসকে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু যৌথভাবে কার্যক্রমের বর্তমান আয়োজনেও মূল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা শিক্ষা অধিদফতরের হাতে থেকে যাওয়ায় পরিস্থিতিতে কোনো উন্নতি ঘটেনি বরং অব্যাহত রয়েছে অবনতি।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিক্ষা অধিদফতরে বিদ্যমান বিশৃঙ্খল পরিবেশ এবং ঘুষ, অনিয়ম ও দুর্নীতির সর্বব্যাপী প্রাধান্য কোনো বিচারেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা এই অসভ্যতা ও বিশৃঙ্খলার আশু অবসান দাবী করি। 'মানুষ গড়ার কারিগর' হিসেবে সম্মানিত শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষা অধিদফতরের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসৌজন্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধেও আমরা তীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদ জানাই। আমরা মনে করি, দেশের প্রায় সাড়ে তিন লাখ স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা শিক্ষকের মাসিক বেতনের মতো মৌলিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের অবসান ঘটাতে হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় হতে হবে এবং একটি মাত্র অধিদফতরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে বেনবেসসহ কয়েকটি সংস্থাকে যুক্ত করতে হবে। তিন মাসের স্থলে বছরে একবার এমপিওভুক্তির বিষয়টি সম্ভব কি-না, সে কথাও বিবেচনা করা দরকার। আমরা আশা করি, স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনগুলোর সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে এবং নেবে দ্রুততার সঙ্গে।